উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী আপীল নং-৬৬৩/২০০৪

মোঃ ইউসুফ সিকদার এবং অন্য একজন

----আপীলকারীদ্বয়।

বনাম

রাষ্ট্র

---- অপরপক্ষ।

জনাব সদানন্দ রানা, এ্যাডভোকেট

---আপীলকারীদ্বয়ের পক্ষে।

জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন সরদার, ডি,এ,জি সঙ্গে
জনাব গাজী মোঃ মামুনুর রশিদ

সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----- অপর পক্ষে।

শুনানীঃ জানুয়ারি ২ ও ৩, ২০১২ ইং।

রায় প্রদানঃ জানুয়ারি ৮, ২০১২ ইং।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩০ ধারার বিধান মতে দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে একটি আপীল।

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-৩, খুলনা কর্তৃক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৫০/২০০৩, যাহার জি,আর, নং-১৩৩/২০০২, যাহা ডুমুরিয়া থানার মামলা নং-১২ তারিখ ৩০/১০/২০০২ উদ্ভুত, তাহাতে দন্ডিত-আপীলকারীদের ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫এ ধারা দোষী সাব্যস্তক্রমে ৩১/০১/২০০৪ইং তারিখে

প্রত্যেককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এর আদেশ প্রদত্ত হইলে উক্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া দন্ডিত-আপীলকারীদ্বয় অত্র আপীল দায়ের করেন।

আপীলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, জনৈক মোঃ ইউনুস আলী এই মর্মে ডুমুরিয়া থানায় লিখিত এজাহার করেন যে, ইংরেজী ৩১/১০/২০০২ সন সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিটের সময় তাহার গ্রামের সাক্ষী মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং পুলিশের সহায়তায় ধৃত আসামী (১) মোঃ ইউসুফ শিকদার (২) বাদল মজুমদার এবং তাহাদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত বাংলাদেশের ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার উনপঞ্চাশ (৪৯) খানা জাল নোটসহ থানায় হাজির করিয়া এই মর্মে লিখিত অভিযোগ করেন যে, তিনি মিকশিমিল বাজার মৎস্য আড়ৎ সমিতির সেক্রেটারী, অদ্য ইংরেজী ৩১/১০/২০০২ তারিখ বিকাল অনুমান ৩.৩০ মিনিটের সময় ধৃত আসামীদ্বয় মিকশিমিল বাজারের মধ্য হইতে একজন অপরিচিত লোকের নিকট থেকে গলদা চিংড়ি মাছ ক্রয় করিয়া টাকা দেওয়ার সময় মোঃ রেজাউল করিম পিতা সোহরাব সরদার, সাং গ্যাড়াখোলা, থানাঃ ফুলতলা হাজির হইয়া তাহাকে ও সভাপতি আবুল কাশেম মোল্লাদ্বয় কে জানায় যে ধৃত আসামীদ্বয় গতকাল ৩০/১০/২০০২ তারিখে তাহার গ্যাড়াখোলা মৎস্য আড়ত থেকে চিংড়ী মাছ ক্রয় করিয়া জাল টাকার নোট দিয়া আসিয়াছেন। আজ ও তাহারা মাছ কিনে জাল টাকা দিবে ঐ সময় আসামী (১) ইউসুফ শিকদার (২) বাদল মজুমদার মাছ ও বায়নার টাকা পরিশোধ করিবার জন্য টাকা বাহির করিলে তিনি, সভাপতি, কমিটির সদস্য দেলোয়ার হোসেন, রেজাউল করিমসহ আরও অন্যান্য লোকে

আসামীদ্বয়কে উক্ত জাল টাকা সহ ধৃত করেন। জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের নাম ঠিকানা বলেন।

অতঃপর টাকা সহ আসামীদ্বয়কে মিকশিমিল বাজারে পল্লী মংগলপুর সংঘের ঘরে আটক রাখিয়া থানায় সংবাদ দেন। থানা হইতে পুলিশ যাওয়ার পরে আসামীদ্বয়কে ও জাল টাকা তাহাদের নিকট হস্তান্তর করেন। পুলিশ উক্ত টাকা সীজ করিয়া উহাতে তাহার, সভাপতি আবুল কাশেম মোল্লা, দেলোয়ার হোসেন ও রেজাউল করিমের সহি নেন। অতঃপর পুলিশের সহিত আসামীদ্বয় ও জাল টাকাসহ থানায় আসিয়া অভিযোগ করিতে বিলম্ব হইল।

অতঃপর উক্ত এজাহারের ভিত্তিতে ডুমুরিয়া থানার মামলা নং-১২ তারিখ ৩১/১০/২০০২ ধারা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ক অনুযায়ী রুজু হয়, যাহার জি,আর, নং-১৩৩/২০০২।

তৎপর, ডুমুরিয়া থানার পুলিশ তদন্ত সাপেক্ষে আসামীদের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন ২৫ক ধারায় অভিযোগের সত্যতা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রমানিত হওয়ায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন, যাহার অভিযোগ পত্র নং-০৪ তারিখ ১৪/০১/২০০৩।

অতঃপর মামলাটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার নিস্পত্তির জন্য আসিলে মামলাটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১১৫/৯০ হিসাবে নিবন্ধিত হয়। অতঃপর ট্রাইব্যুনাল মামলাটি আমলে নিয়া ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ক

ধারার অভিযোগ গঠন করিয়া আসামীদের পাঠ করিয়া শুনানোর পরে আসামীগণ নিজেদের নির্দোষ দাবী করিয়া বিচারের প্রার্থনা করেন।

রাস্ট্রপক্ষ মামলাটি প্রমানের জন্য ৮ জন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করেন এবং আসামী পক্ষে তাহাদের জেরা করেন।

সাক্ষ্যাদি শেষে আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মর্মার্থ যথার্থভাবে উপস্থাপনসহ তাহা বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বক ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে আসামীরা নিজেদের আবার নির্দোষ দাবী করেন এবং বিচারের প্রার্থনা করেন, কোন সাফাই সাক্ষী দিবেন না বলিয়া জানান। অতঃপর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, সাক্ষীদের সাক্ষাদি,অভিযোগপত্র, প্রদর্শনীসমূহ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া আসামীদের ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ক ধারায় অপরাধে দোষী সাব্যস্তক্রমে প্রত্যেককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডসহ ১০,০০০/- টাকা জরিমানার আদেশ প্রদান করেন। অনাদায়ে আরো ১ (এক) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন। যাহার বিরুদ্ধে দন্ডিত-আপীলকারীদ্বয় সংক্ষুদ্ধ হইয়া অত্র আপীল দায়ের করিয়াছেন।

আপীলটি শুনানীকালে আপীলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব বাবু সদানন্দ রানা আপীলের স্বপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপনসহ নিবেদন করেন যে, আপীলকারীদ্বয় নির্দোষ, কথিত জাল টাকা কিভাবে এবং ব্যবহারের জন্য কাহাকে দিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই এবং এ ধরনের কোন ব্যক্তিকেও রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করেন নাই। আপীলকারীদের নিকট হইতে যে কথিত জাল

টাকা উদ্ধারের কথা বলা তাহা যেমন জব্দতালিকা উল্লেখ নাই তেমনই তদন্তকারী কর্মকর্তা ও সাক্ষ্যে বলেন যে এজাহারকারী ইউনুছ আলীর হাজির করা মতে পল্লীমংগল যুব সংঘের মধ্যে বসিয়া সিজার লিষ্ট তৈয়ার করেন। রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি প্রমাণ করিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন বিধায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে আপীলটি মঞ্জুর হইবে এবং আপীলকারীদ্বয় খালাস পাওয়ার আইনত হকদার বটে।

অন্যদিকে প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন সরদার সঙ্গে বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব গাজী মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ আপীলের বিরোধিতা করিয়া নিবেদন করেন যে, ট্রাইব্যুনাল যথার্থই বিবেচনা সাপেক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করিয়া আপীলকারীদের সাজা প্রদান করিয়াছেন। আপীলকারীদের নিকট হইতে কথিত জাল টাকা উদ্ধার করা হইয়াছে। রাস্ট্রপক্ষ আপীলকারীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহতীত ভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাই ট্রাইব্যুনাল যথার্থই আপীলকারীদের দন্ড প্রদান করিয়াছেন যাহা ন্যায় বিচারের স্বার্থে বহাল থাকার নিবেদন করেন।

আমরা এখন দেখিব ট্রাইব্যুনাল মামলার নথি পত্র ও বর্ণিত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনাও বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দন্ডিত-আপীলকারীদের যে দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা আইনানুগ কিনা এবং দন্ডিত আপীলকারীদ্বয় কোন প্রতিকার পাইতে পারে কিনা?

সর্বপ্রথমে আমরা সাক্ষীদের সাক্ষাদি পর্যালোচনা করিব;

রাষ্ট্রপক্ষের ১নং সাক্ষী ইউনুস আলী, সংবাদদাতা এজাহারকারী জবানবন্দিকালে বলেন যে, ঘটনার তারিখ মনে নাই। আজ হইতে ৩/৪ মাসের পুর্বের ঘটনা । বেলা ৩ টার পরে তিনি মিকশিমিল বাজারে যাইতেছিলেন। বাজারে অনেক লোকজন দেখেন। পুলিশের কথায় তিনি সিজার লিস্টে স্বাক্ষর করেন। তিনি আর কোথায়ও স্বাক্ষর করেন নাই। তিনি আসামীদ্বয়কে ভালভাবে চিনিতে পারিতেছেন না ।

রাষ্ট্রপক্ষ তাহাকে বৈরী ঘোষণা না করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তিনি বলেন, তিনি তাড়াহুড়া করিয়া স্বাক্ষর করেন। ২ টি কাগজে স্বাক্ষর করেন। তিনি ঘটনাস্থলে পৌছাইয়া পুলিশের দল দেখেন। তাহারা তাহার অপেক্ষায় ছিল, তাহাকে দেখাইয়া স্বাক্ষর নেন। বিগত ৩১/১০/২০০২ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭.১০ মিঃ সময়ে আসামীদ্বয়কে ৪৯ টি ৫০০/= টাকার জাল নোট সহ মিকশিমিল বাজারে ধৃত করিতে তিনি দেখেন নাই। তিনি কোন এজাহার করেন নাই বা থানায় যান নাই। মিকশিমিল বাজারে তাহার চালের দোকান আছে। আসামীদ্বয়ের রুপসা কাচাঁ বাজারে মাছের ব্যবসা আছে কিনা জানেন না, আসামীদ্বয় মিকশিমিল বাজারে কেন গিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারেন না। সত্য নহে যে, তিনি সকল কিছু জানেন বা ঘটনার কথা জানেন বা আসামীদ্বয়ের দ্বারা অবৈধভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন বা সেই কারণে সত্য গোপন করিয়াছেন। এজাহার এবং তাহার স্বাক্ষর এজকজিবিটঃ ১ও

১/১ হিসাবে সনাক্ত করিয়া তাহাকে সীজকৃত জাল ৪৯ টি ৫০০/= টাকার নোট দেখানো হইলে তিনি জানান যে, ঐগুলি ঘটনাস্থলে দেখেন নাই।

জেরাকালে তিনি বলেন, মিকশিমিল বাজারে ১৪০-১৫০ টি দোকান আছে। ঘটনার দিনে ঐ বাজারে ৪০০-৫০০ জন লোক ছিল। স্বাক্ষর করিবার পরে জানিয়াছিলেন যে, তিনি মামলার সাক্ষী আছেন। অদ্য আদালতে আসিয়া জানিতে পারেন যে, পুলিশ সাদা কাগজে স্বাক্ষর লইয়া এজাহার সৃষ্টি করিয়াছেন।

ডকে দাঁড়ানো আসামীদ্বয়ের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তাহারা কেহই পরিচিত নহে।

রাষ্ট্রপক্ষের ২ নং সাক্ষী মোঃ আবুল কাশেম মোল্লা, জবানবন্দিকালে বলেন যে, ঘটনার তারিখ তাহার মনে নেই। আজ হইতে ২/৩ বৎসর পুর্বের ঘটনা। সন্ধ্যার দিকে মিকশিমিল বাজরে পুলিশ মারামারির ঘটনায় এই আসামীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে। মাছ বাজারে মারামারি হয়। আসামীদ্বয় মাছের ব্যবসায়ী কি না তাহা জানেন না।

সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা না করিয়া রাষ্ট্রপক্ষের জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতিতে বলেন, তিনি মাছের ব্যবসায়ী নয় কাপড়ের ব্যবসায়ী। বিগত ৩১/১০/০২ ইং তারিখ বেলা ৩ টার সময়ের ঘটনা কিনা তাহা জানেন না। ঐ সময়ে আসামীদ্বয় ৪৯ টি জাল ৫০০/= টাকার নোট সহ ধৃত হয় কিনা তাহাও জানেন না । সিজার লিষ্ট এবং তাহার স্বাক্ষর একজিবিট ২ও ২/১ হিসাবে সনাক্ত করেন। সত্য নহে যে, তিনি

সকল ঘটনার কথা জানেন বা আসামীদ্বয়ের দ্বারা অবৈধভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন বা সত্য গোপন করিলেন ।

জেরাকালে তিনি বলেন, কাহার সহিত কি লইয়া মারামারি বা গোলমাল হয় বা কে কে মারামারি করেন বলিতে পারিবে না। পুলিশের কথামত তিনি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করেন। অদ্য জানিতে পারেন যে পুলিশ তাহাকে সিজার লিষ্টের সাক্ষী হিসাবে দেখাইয়াছেন। আসামীদ্বয়ের সহিত তাহার না জানা বা আত্নীয়তা নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নং সাক্ষী রেজাউল করিম, তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, বিগত ৩০/০২/২০০২ ইং তারিখে ফুলতলা থানার গ্যাড়াখোলা গ্রামের মাছের আড়তে জনৈক ব্যক্তি আসে। তাহার পিতার মাছের আড়ত আছে। ঐ ব্যক্তি ঐ আড়তে আসিয়া মাছ ক্রয়ের জন্য ১০,০০০/-টাকা প্রদান করিয়া মাছ লইয়া চলিয়া যান। ঐ ব্যক্তি চলিয়া যাইবার পর টাকাগুলি মিলাইয়া দেখেন। ঐ সময়ে লক্ষ করেন যে, টাকাগুলি ৫০০/- টাকা ২০ টি নোট জাল। বেলা ১ টার সময়ে ঐ ব্যক্তি জাল টাকাগুলি দেখিয়াছিলেন। তিনিসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ঐ জাল টাকা প্রদানকারী ব্যক্তিকে খোঁজাখুজি করেন। কিন্তু পান নাই। পরদিন ৩১/১০/২০০২ ইং তারিখে খোঁজাখুজির পর্যায়ে ডুমুরিয়া থানার মিকশিমিল বাজারের পূর্ব দিনের ব্যবসায়ীসহ অপর একজনকে ঘোরাঘুরি করিতে দেখেন বেলা ৩টার দিকে। তাহারা স্থানীয় লোকদের সহায়তায় ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিলে তাহাদের নাম ইউসুফ শিকদার ও বাদল মজুমদার বলিয়া জানান। ধৃত আসামীদ্বয়ের নিকট হইতে ঐ সময়ে ৪৯টি

৫০০/- টাকার জাল নোট পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে ও জাল নোটগুলি সীজ পূর্বক সিজার লিষ্ট প্রস্তুত করেন এবং আসামীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করেন।

সিজার লিষ্ট ও তথায় তাহার সই স্বাক্ষর একজিবিট ২/২ হিসাবে সনাক্ত হয়। এইগুলি সেই সকল জাল নোট কাগজ প্রদর্শনী ও (সাক্ষী ডকে আসামীদ্বয়কে সনাক্ত করিলেন)। (বিগত ৩০/১০/২০০২ ইং তারিখের জাল নোটের ফুলতলা থানায় মামলা হইয়াছে)।

জেরাকালে তিনি বলেন বিগত ৩০/১০/২০০২ ইং তারিখের জাল নোটগুলির বিষয়ে ফুলতলা থানায় কোন মামলা হইয়াছে কিনা জানেন না। মিকশিমিল বাজার হইতে তাহার বাড়ি ২০ মাইল দূরে। আসামীদ্বয়কে আড়তদাররা ধৃত করেন। সত্য নহে যে, তাহাদের আড়তে আসামীদ্বয় ১০,০০০/- টাকা মূল্যমানের জাল নোট দেয় নাই বা পরদিন কথিত মতে অনুসন্ধানকালে মিকশিমিল বাজার হইতে ৪৯টি জাল নোট (৫০০/- টাকা) সহ ধৃত করেন নাই। সত্য নহে যে, আসামীদ্বয়ের নিকট হইতে কথিত মতে জাল টাকা উদ্ধার হয় নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ৪নং সাক্ষী আবু সাইদ মিয়া, জবানবন্দিকালে বলেন যে, তিনি বিগত ১৬/১২/২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের খুলনা শাখায় উপ মহা-ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত থাকাকালে ৪৯ খানা ৫০০/- টাকার নোট পরীক্ষান্তে ঐগুলি জাল মর্মে প্রতিবেদন দেন। সেই প্রতিবেদন ও তথায় তাহার স্বাক্ষর একজিবিট ৩ ও ৩/১ হিসাবে সনাক্ত করেন।

জেরাকালে বলেন, তিনি জাল টাকা নির্ধারণের বিশেষজ্ঞ। সঠিক নোটগুলি সিকিউরিটি প্রিন্টের প্রেসে ছাপানো হয়। যান্ত্রিকভাবে ছাপানো হয়। সত্য নহে যে, নোটগুলি সঠিক ছিল না বা তাহার প্রতিবেদন অযথার্থ ছিল।

রাষ্ট্রপক্ষের ৫নং সাক্ষী মোর্শেদ মাহমুদ, রাষ্ট্রপক্ষের ৬নং সাক্ষী দেলোয়ার হোসেন, রাষ্ট্রপক্ষের ৭নং সাক্ষী মজিবর রহমানদের কে টেন্ডার ঘোষণা করা হইলে আসামী পক্ষে ডিকলাইন ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের ৮নং সাক্ষী আঃ মজিদ, এস আই, জবানবন্দিকালে বলেন যে, তিনি এস,আই, পদে বাগেরহাট জেলায় চুলকাঠি তদন্ত কেন্দ্রে কর্মরত আছেন। বিগত ৩১/১০/২০০২ ইং তারিখে খুলনার ডুমুরিয়া থানায় একই পদে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন ইউনুসের এজাহার মতে এজাহারের ফরমাল পার্ট পুরনে মামলা রুজু করেন। তিনি তদন্তভার গ্রহণে উদ্ধারকৃত জাল নোট সীজ করেন, সিজার লিষ্ট প্রস্তুত করেন, ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন, ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র প্রস্তুত করেন। সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন, সীজকৃত জাল নোটগুলি অভিযোগের ভিত্তি থাকায় চার্জশীট দেন। এজাহারের ফরমাল পার্ট সিজার লিষ্ট, ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচী এবং ঐগুলিতে তাহার স্বাক্ষর একজিবিট ৪,২,৫ ও ৬ এবং ৪/১, ২/৩, ৫/১ এবং ৬/১ (যথাক্রমে) সনাক্ত করেন এবং ডকে আসামীদ্বয়কে সনাক্ত করলেন।

জেরাকালে তিনি বলেন, কথিত ঘটনাস্থল মিকশিমিল বাজার। ঐ বাজারে ১০০/১৫০টি দোকান ঘর আছে। এজাহারে উল্লেখিত মতে আবদুর রহিম (পূর্ব

রুপসা) বাগমারাকে তিনি তদন্তে পান নাই। চার্জশীটে সাক্ষীদের ঠিকানা মিকশিমিল বাজার লিখা নাই। সিজার লিষ্টে সীজ করিবার স্থান পল্লীমংগল যুব সংঘ লিখা ছিল। জাল টাকাগুলি ইউনুছ আলী (এজাহারকারী) এর হাজির করা মতে সীজ করেন। পল্লী মংগল যুব সংঘের কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী করেন নাই। সূচীতে ক,খ,ঙ স্থান তিনটির দোকানদারের নাম ইউনুস, আবুল কাশেম, ঘ চিহ্নিত স্থানের মালিক শফিকুল গাজী। শফিকুল গাজীকে সাক্ষী হিসাবে দেখান নাই। সিজার লিষ্টের ৪নং সাক্ষীর বাড়ি ফুলতলা থানায়। ফুলতলা হইতে মিকশিমিল বাজারের দূরত্ব ৩০ (ত্রিশ) মাইল। জনগন কর্তৃক আসামীদ্বয় ধৃত হয়। পরে ঘটনাস্থলে যাইয়া তাহারা তাহাদিগকে পাইয়াছেন। সত্য নহে যে, এজাহারকারী নিজে কোন এজাহার দায়ের করেন নাই বা তিনি আবদুর রহিমকে বাঁচানোর জন্য এজাহার লিখাইয়াছেন। তদন্তে পাইয়াছেন যে, আসামীদ্বয় মিকশিমিল হাটে মধু বিক্রয়ের জন্য যায় বা তাহার তদন্ত সঠিক নহে বা নিরপেক্ষ নহে বা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করেন নাই। এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

সংক্ষিপ্ত আকারে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সারাংশ হইল;

রাষ্ট্রপক্ষের ১নং সাক্ষী এজাহারকারী বলেন যে, পুলিশের কথায় তিনি সিজার লিস্টে স্বাক্ষর করেন। তিনি আরও কোথায়ও স্বাক্ষর করে নাই। তিনি আসামীদ্বয়কে ভালভাবে জানিতে পারিতেছেন না। বিগত ৩১/১০/২০০২ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭.১০ মিঃ সময়ে আসামীদ্বয়কে ৪৯ টি ৫০০/= টাকার জাল নোট সহ মিকশিমিল বাজারে ধৃত করিতে তিনি দেখেন নাই। তিনি কোন এজাহার করেন

নাই বা থানায় যান নাই। স্বাক্ষর করিবার পরে জানিয়াছিলেন যে, তিনি মামলার সাক্ষী আছেন। অদ্য আদালতে আসিয়া জানিতে পারেন যে, পুলিশ সাদা কাগজে স্বাক্ষর লইয়া এজাহার সৃষ্টি করিয়াছেন। ডকে দাঁড়ানো আসামীদ্বয়ের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তাহারা কেহই পরিচিত নহে। রাষ্ট্রপক্ষের ২ নং সাক্ষী যিনি জব্দতালিকার সাক্ষী জবানবন্দিকালে বলেন যে, ঘটনার তারিখ তাহার মনে নেই। আজ হইতে ২/৩ বৎসর পুর্বের ঘটনা। আসামীদ্বয় ৪৯ টি জাল ৫০০/= টাকার নোট সহ ধৃত হয় কিনা তাহাও জানেন না । পুলিশের কথামত সাদা কাগজে স্বাক্ষর করেন। অদ্য জানিতে পারেন যে পুলিশ তাহাকে সিজার লিষ্টের সাক্ষী হিসাবে দেখাইয়াছেন। আসামীদ্বয়ের সহিত তাহার কোন না জানা বা আত্নীয়তা নাই। রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নং সাক্ষী তিনিও জব্দতালিকার সাক্ষী বলেন যে, তাহারা স্থানীয় লোকদের সহায়তায় ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া তাহার নাম ইউসুফ শিকদার ও বাদল মজুমদার বলিয়া জানেন। ধৃত আসামীদ্বয়ের নিকট হইতে ঐ সময়ে ৪৯টি ৫০০/- টাকার জাল নোট পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে ও জাল নোটগুলি সীজ পূর্বক সিজার লিষ্ট প্রস্তুত করেন এবং আসামীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করেন। রাষ্ট্রপক্ষের ৪নং ফরমাল সাক্ষী। রাষ্ট্রপক্ষের ৫নং, ৬নং, ৭নং সাক্ষীদের টেন্ডার ঘোষণা করা হইলে আসামী পক্ষে ডিকলাইন ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষের ৮নং সাক্ষী বলেন যে, সিজার লিষ্টে সীজ করিবার স্থান পল্লীমংগল যুব সংঘ লিখা ছিল। জাল টাকাগুলি ইউনুছ আলীর (কথিত এজাহারকারী কর্তৃক) হাজির করা মতে সীজ করেন। পল্লী মংগল যুব সংঘের কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী করেন নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের কোন সাক্ষী পরস্পরকে সমর্থন করিয়া কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। রাষ্ট্রপক্ষের ১নং সাক্ষী যিনি কথিত এজাহারীকারী তিনি এজাহার করিয়াছেন মর্মে স্বীকারই করেন নাই। কোন সাক্ষীই বলেন নাই যে আপীলকারীদের কথিত জাল টাকা প্রকৃত টাকা হিসাবে ব্যবহার করিবার সময় হাতে নাতে ধৃত হইয়াছেন। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এর ২৫ক ধারা বিধান অনুযায়ী তখনই কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইবে যখন তিনি জাল টাকা প্রকৃত টাকা হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন; শুধুমাত্র জাল টাকা কাছে থাকিলেই কাহাকেও অত্র ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে সাজা প্রদান করা যাইবে না যাহা আইনের সুমীমাংসিত সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে আবদুস সালাম-বনাম-রাষ্ট্র ১৫ বিএলডি ৪৭৭, ৯ বিএলসি, ৬৮৮, হাওলাদার-বনাম-রাষ্ট্র মামলার নজির সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "Mere possession of counterfeit currency notes is by itself no offence under Section 25A of the Special Powers Act. In order to succeed, the prosecution must prove that the accused used the counterfeit currency notes as genuine ones knowing or having reason to believe them to be counterfeit."

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বলা যায় যে, ট্রাইব্যুনাল সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণাদি, নথিতে সংরক্ষিত অন্য তথ্য-উপাত্ত, উপাদান-উপকরণ,পর্যালোচনাসহ সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আপীলকারীদের দোষী সাব্যস্তক্রমে সাজা প্রদান করিয়াছেন, যাহা আইনানুগ হয়

নাই বিধায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে রক্ষণীয় নহে, সেহেতু তর্কিত দন্ডদেশ ও সাজার রায় রদ ও রহিত হওয়ার যোগ্য।

উপরোক্ত অভিমতের ভিত্তিতে আমরা একমত যে আপীলটি মঞ্জুর হওয়ার যথেষ্ট জোরাল ও যুক্তিযুক্ত উৎকর্ষতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

অতএব,

ফলাফল,

উপরোক্ত, আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে আপীলটি মঞ্জুর করা হইল। বিজ্ঞ বিচারক ৩নং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, খুলনা কর্তৃক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৫০/২০০৩, যাহার জি,আর, নং-১৩৩/২০০২, যাহা তেরখাদা থানার মামলা নং-১২ তারিখ ৩১/১০/২০০২ হইতে উদ্ভুত তাহাতে প্রদত্ত ৩১/০১/২০০৪ ইং তারিখের দন্ডাদেশ ও সাজার রায় রদ ও রহিত করা হইল। আপীলকারীদের নির্দোষ সাব্যস্তক্রমে বেকসুর খালাস দেওয়া হইল। অন্য কোন মামলায় আটকাদেশ না থাকিলে তাহাদের অতিসত্ত্বর মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হইল।

রায়ের কপিসহ ট্রাইব্যুনালের নথি ফেরত পাঠানো হউক।

বিচারপতি এম, ইনায়েতুর রহিম

আমি একমত।